সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রযুক্তিকর্মীরা বৈষম্যের শিকার

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিশেষ প্রশিক্ষিতদের স্বল্প বেতনে ও মর্যাদাহীনভাবে চাকরি করতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার তাদের চরম অবহেলার শিকার হতে হচ্ছে। যেমন– ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরদের কথাই ধরা যাক। নিয়োগের শর্তানুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক হলেও এখানে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরদের প্রায় সবাই গণিত, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ইংরেজিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং কমপিউটার বিজ্ঞানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (ডিপ্লোমা ও হায়ার ডিপ্লোমাধারী)। ১১তম গ্রেডে নিয়োগ লাভ করলেও তাদের প্রধান সহকারী (১৩তম গ্রেডে নিয়োগ করা), সাঁটলিপিকার কাম কমপিউটার অপারেটর (১৩তম গ্রেডে নিয়োগ করা) এবং সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কমপিউটার অপারেটরদের (১৪তম গ্রেডে নিয়োগ করা) সমান মর্যাদাও দেয়া হয় না। অফিসের দৈনন্দিন হাজিরা খাতা থেকে শুরু করে বহুক্ষেত্রে Warrant of Precedence লঙ্ঘন করে তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়। তাদের কাজের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়নি। দেশে বিকাশমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সাঁটলিপিকার, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহকারীদের পদবি যথাক্রমে সাঁটলিপিকার কাম কমপিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কমপিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম কমপিউটার মুদ্রাক্ষরিক নামে পরিবর্তন করা হয়েছে। অথচ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, কমপিউটার বিজ্ঞানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সেই সন্ততী পদবিতে 'কমপিউটার অপারেটর' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থাও নেই, অন্যান্য পদাধিকারীর মতো অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট ও সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার পথও রুদ্ধ। একই যোগ্যতায় ও একই গ্রেডে নিয়োগ পাওয়া (উপরন্তু কমপিউটার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ও হায়ার ডিপ্লোমাধারী) কমপিউটার অপারেটরদের সার্জেন্ট বা এসআইয়ের মতো মর্যাদা না দিয়ে তাদের প্রতি চরম অবিচার করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে ডিএমপিতে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরদের পদবি পরিবর্তন করে সহকারী আইসিটি অফিসার করে তাদের মেধা বিকাশের জন্য পদোন্নতির ব্যবস্থাকরণসহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা (ডিপ্লোমাধারী নার্সদের মতো), অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট, সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার ব্যবস্থা করা, প্রযুক্তি ভাতা দেয়াসহ তাদের বিশেষ মর্যাদা দেয়া এখন সময়ের দাবি। দাবিগুলো বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অঞ্জন সরকার
কমপিউটার অপারেটর, ডিএমপি, ঢাকা

প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণায় এবং কঠোর শ্রম আইনের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজার এখন চড়া তথা শ্রমমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। এর ফলে চীন, মালয়েশিয়া, ভারত, ভিয়েতনামসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। আর তাই বহুজাতিক বড় কোম্পানিগুলো বিশেষ করে আইসিটিসংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো এখন তৃতীয় বিশ্বের কম শ্রমমূল্যের দেশের সন্ধান করছে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

এদিক থেকে ভিয়েতনাম, ভারত এবং শ্রীলঙ্কা বেশ তৎপর যাতে তাদের দেশে আইসিটিসংশ্লিষ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইসিটিসংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে এসব দেশ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগও নিয়েছে। তবে বিদেশি কোম্পানিগুলো শ্রমমূল্য কম হলেই যে বিনিয়োগে উৎসাহী হয় বা তৎপর হয় তা কিন্তু নয়। তারা বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখছে, সেসব দেশের বিনিয়োগের পরিবেশ ও অবকাঠামো কেমন, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ কেমন, সেই সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে মানবাধিকার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে ইতোমধ্যে চীন, ভিয়েতনাম ও ভারত যথেষ্ট এগিয়ে থাকলেও সম্প্রতি এসব দেশে শ্রমমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে চীন ও ভারতে। ভিয়েতনামেও শ্রমমূল্য যথেষ্ট বাড়তির দিকে। অনেক বহুজাতিক কোম্পানি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টগুলো কম শ্রমমূল্যের দেশে প্রতিষ্ঠা করতে অর্থাৎ স্থানান্তর করতে তৎপর হয়ে পড়েছে।

এ সুযোগটিকে এখন আমরা কাজে লাগাতে পারি খুব সহজে, কেননা এখনো আমাদের দেশের শ্রমমূল্য বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় অনেক কম। তবে শ্রমমূল্য কম হলেই যে বিনিয়োগকারীরা এদেশে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করবে, তা কিন্তু নয়। কেননা যেকোনো দেশে বিনিয়োগ করার আগে তারা সংশ্লিষ্ট দেশে বিনিয়োগের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখে। তাই আমাদের উচিত বিনিয়োগকারীদের উপযোগী সার্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। অন্যথায় আমরা আবার অতীতের মতো এ সুযোগ হারাব। তাই আইসিটিসংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি, আইসিটির জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যা যা দরকার, তা করা হোক অতিদ্রুততম সময়ের মধ্যে।

শফিক
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

প্রবাসী কৃতী বাংলাদেশীদের ওপর প্রতিবেদন চাই

আমরা জানি, বিদেশে প্রায় এক কোটি বা তার বেশি বাংলাদেশী আছেন স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে। অস্থায়ীভাবে যারা আছেন, তাদের বেশিরভাগই আছেন মূলত পেশাগত কারণে। আর যারা এখন স্থায়ীভাবে প্রবাসে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলেছেন, তারাও একসময় পেশার সন্ধানে বা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। যে কারণেই বিদেশে থাকা হোক না কেন, এই শ্রেণীর লোকদের কষ্টার্জিত অর্থেই আমাদের দেশের অর্থনীতির দুরবস্থা যথেষ্টমাত্রায় লাঘব হয়েছে। আমরা তাদের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

এ ধরনের অসংখ্য বাংলাদেশি আছেন, যারা প্রযুক্তিবিশ্বে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন বিদেশে। মাইক্রোসফট, ইন্টেল, ডেলসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশীরা অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছেন, যাদের কথা আমরা জানি না। মাঝেমধ্যে দুয়েকজন অত্যন্ত প্রতিভাধর ও সফল ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানতে পারি খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। অতিউৎসাহী যারা তারা আরো বিস্তারিত জানতে পারেন ইন্টারনেট ঘেঁটে। কিন্তু ইন্টারনেট এখনো আমাদের দেশে অনেক ব্যয়বহুল বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এবং সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগও নেই। আর যদিবা থাকে তাহলে তার ব্যান্ডউইডথ এত কম যে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এই শ্রেণীর লোকেরা প্রবাসী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের কৃতিত্বের কথা জানতেই পারেন না।

আমি আশা করব, কমপিউটার জগৎ নিয়মিত না হোক অন্তত মাঝেমধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের কৃতিত্ব প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করুক, যা হবে আমাদের জন্য এক প্রেরণার উৎস। আমরা অতীত দেখেছি, কমপিউটার জগৎ সংবাদ সম্মেলন করে জাতির কাছে প্রবাসী কৃতী প্রযুক্তিবিদদের উপস্থাপন করেছে। কমপিউটার জগৎ তার এ প্রয়াস অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে, সে প্রত্যাশা রইলো।

এম. জামান
বাঁশেরপুল, ঢাকা

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।